ভোরের কাগজ

তারিখ ২ ১ OCT 2002
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

স্কুলে ভর্তির জন্য মন্ত্রীদের সুপারিশ নিয়ে বাহাস

কাগজ প্রতিবেদক : মন্ত্রীদের সুপারিশকে টিস্যু পেপারের মতো ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন। তিনি রাজধানীর নামীদামি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের গতকাল বলেছেন, ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আমরা মন্ত্রীরা বহু সুপারিশ করি, সেগুলো আপনারা পাত্তা দেবেন না। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় একজন সাংবাদিক তাকে (প্রতিমন্ত্রীকে) প্রশ্ন করেন, আপনাদের সুপারিশই যদি আপনারা টিস্যু পেপারের মতো ফেলে দিতে বলেন, তাহলে আপনারা যেখানে-সেখানে সই-সীল লাগান কেন? প্রতিমন্ত্রী জবাবে বলেন, এটা এ দেশের কালচার। রাজধানীতে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক বৈঠকে নামী স্কুলগুলোতে মন্ত্রীদের সুপারিশ নিয়ে স্কুল শিক্ষক এবং মন্ত্রীদের মধ্যে বেশ বিতর্ক হয়।

এই প্রসঙ্গটির সূত্রপাত হয় মনিপুরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাবদার আলীর বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, স্কুল চালাতে গিয়ে

● এরপর পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

স্কুলে ভর্তির জন্য

● প্রথম পাতার পর

পাঁচ বার মার খেয়েছি এবং তিন বার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয় ভর্তি পরীক্ষার সময়। তখন পারলে 'বাড়ি থেকে পালাই' এমন অবস্থা হয়। এমনকি মন্ত্রীরা শুধু সুপারিশ নয়, টেলিফোন পর্যন্ত করেন এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাবদার সাহেব, আমিতো গত ১ বছরে একটিও সুপারিশ করিনি। কে আপনাকে সুপারিশ করে, তা বলতে হবে।

সাবদার আলী এর জবাবে বলেন, স্যার ব্যাপারটি অন্যভাবে নেবেন না, আমার কাছে মন্ত্রীরা সুপারিশ করেছে; প্রমাণ আমি দিতে পারবো। এতে শিক্ষামন্ত্রী আরো ক্ষেপে গিয়ে বলেন, মন্ত্রীদের সমালোচনা করবেন, আর তাদের নাম বলবেন না, তা তো হয় না। আপনাকে আজ এখান থেকেই নাম বলে যেতে হবে। মনিপুরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষামন্ত্রীকে বলেন, স্যার বিষয়টি আমি এখানে বলতে চাই না। বোধ হয়, সুপারিশের বিষয়টি বলে আমি ঠিক করিনি। এরপর শিক্ষা সচিব শহিদুল আলম বলেন, আমরাতো আপনাকে ছাত্র নিতে সুপারিশ করিনি। কে করেছে, আপনি বলেন। পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পেরে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিজ থেকেই বলে ওঠেন, আমরাতো এমনিতেই সুপারিশ লিখে দেই। এ বছর তো আমি একাই ১০ হাজার সুপারিশ করেছি। সুপারিশ লিখলেই যে, তা আপনাদের মেনে নিতে হবে, তা তো নয়। সুপারিশগুলো টিস্যু পেপারের মতো ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। তিনি আরো বলেন, সুপারিশ করে আমিতো বহু শিক্ষককে মোবাইল ফোনে বলে দিয়েছি, আমার সুপারিশগুলো ফেলে দিন। দরকার নেই। এরপরও সুপারিশ পেলে আমাকে ফোন করেন এবং যাচাই করে নেবেন।

এই সুপারিশ বিতর্ক শেষে মনিপুরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, মাননীয় মন্ত্রী সুপারিশ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য আমি তুলে নিচ্ছি।